بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা ঈদ উল ফিতর ২০২৫

শুধুমাত্র মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাক্ওয়া নয়, বরং প্রকৃত তাক্ওয়া হলো নেক আমল বা পুণ্যকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সেগুলো অব্যাহত রাখা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩১ মার্চ, ২০২৫ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা ঈদ উল ফিতরের সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দ্বা-ল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

রমযান গতকাল শেষ হয়েছে এবং আজ আমরা আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করছি। আমরা এজন্যই খুশির দিন পালন করছি যে-যেসব পুণ্যকাজ আমরা রমযানে করেছি এবং যেসব নেক আমল সম্পন্ন করার অঙ্গীকার ও নবায়ন করেছি, সেগুলোর আনন্দ প্রকাশ করা হোক। অতএব, এই ঈদ শুধুমাত্র আনন্দ করার দিন নয়, বরং এটি এই অঙ্গীকার করারও দিন যে এখন থেকে আমরা এই সকল পুণ্যকাজ অব্যাহত রাখব। যদি এমনটি হয়, তবেই আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদে পরিণত হবে।

শুধুমাত্র মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাই তাকওয়া নয়, বরং প্রকৃত তাকওয়া হলো নেক আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সেগুলো অব্যাহত রাখা। আজ আমরা এই অঙ্গীকার নবায়ন করছি যে, আমরা সর্বদা হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার)-এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকব।

ঈদ কেবল পানাহার, খেলাধুলা কিংবা নতুন পোশাক পরার নাম নয়; বরং ঈদ আমাদের এই ভাবনার বার্তা দেয় যে, আমাদের ভবিষ্যতে পুণ্যকাজগুলো অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আজ ঈদ উদযাপনের পর যদি আমরা পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরে যাই যা রমযানের

আগে আমাদের অনেকের ছিল, অথবা যদি আমাদের পদক্ষেপ উন্নতির দিকে অগ্রসর না হয়-তবে তা মুমিনের মর্যাদার পরিপন্থী হবে। মুমিনের শান তো এটাই যে, সে ধারাবাহিকভাবে নেক কাজে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

আজকের দিনে আমাদের আত্মিক বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কি এই অঙ্গীকারের ওপর অটল থাকার জন্য নিজেদের প্রস্তুত মনে করছি? আমরা কি বাস্তবে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি? নীতিগতভাবে তো এমন হওয়া উচিত যেন ঈদ-উল-ফিতর আমাদের এই দৃশ্য দেখায় যে-এক মাসের রোযার মাধ্যমে আমরা খোদার সান্নিধ্য লাভ করেছি; আর যদি খোদা মিলে যায়, তবে অবশ্যই নেক আমলসমূহে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।

ঈদের দিনটি কেবল আনন্দ উদযাপনের দিন নয়, বরং এটি ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার দিন। এই দিনে আমাদের ওপর অন্য দিনগুলোর তুলনায় বেশি নামায ফরজ করা হয়েছে। অন্যান্য দিনে আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ, কিন্তু ঈদের দিন আমাদের ওপর ছয়টি নামায ফরজ হয়ে যায়। অতএব, এটি ইবাদতের জন্য একটি বিশেষ দিন এবং এই বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।

যদি আমরা খোদা না পাই, যদি আমরা তাঁর ইবাদতের হক আদায় করতে না পারি এবং বান্দার হক আদায় করতে না পারি, যদি আমরা খোদাকে পাওয়ার হক আদায় না করি-তবে শুধু আনন্দ উদযাপন করা ঈদের উদ্দেশ্য নয়। বান্দার হক আদায় করাও জরুরি, এটিও এক প্রকার ইবাদত। এমন ব্যক্তি যে খোদাকে পায়নি, তার উদাহরণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এমন এক পাগলের সাথে দিয়েছেন যার হীরা-জহরতের কোনো জ্ঞান নেই এবং সে কাঁচের টুকরোকেই হীরা মনে করে। যখন মানুষের সাথে খোদার বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, তখনই সে খোদাকে চিনতে পারবে। আল্লাহ্‌তা'লা যাকে পছন্দ করেন, তাকে নিজের পরিচয় ও মা'রেফাত (জ্ঞান) দান করেন। একজন প্রকৃত মুমিনের আনন্দ তো এটাই যে সে খোদাকে লাভ করবে।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, একজন মায়ের তার হারিয়ে যাওয়া সন্তান ফিরে পাওয়ার সময় যে পরিমাণ আনন্দ হয়, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বান্দার নিজের দিকে ফিরে আসাতে (তওবা ও প্রত্যাবর্তন) তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, ঈদের দিন নিঃসন্দেহে একটি বরকতময় দিন, তবে একটি দিন এমন আছে যা এর চেয়েও বেশি বরকতময়-আর তা হলো মানুষের তওবার দিন। এই দিনটি জুমুআ এবং ঈদের দিনের চেয়েও বেশি আনন্দের দিন।

তিনি (আ.) বলেন যে, প্রকৃত তওবার সাথে প্রকৃত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন হল আবশ্যকীয় শর্ত; সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও নোংরামি থেকে নিজেকে আলাদা করা আবশ্যক, নতুবা কেবল তওবা করা বা কথার বিতর্কে কোনোই লাভ নেই। যে দিনটি এমন মোবারক দিন, যেদিন মানুষ তার মন্দ কাজ থেকে

তওবা করে আল্লাহ্‌র সাথে এক সত্য সন্ধির বন্ধনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং তাঁর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়-তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে যা গোপনে তার মন্দ কাজের প্রতিফল হিসেবে প্রস্তুত হচ্ছিল। আর এভাবে সেই মানুষ এমন এক নিয়ামত লাভ করবে, যার কোনো আশাই হয়তো তার ছিল না।

পৃথিবীতে বর্তমানে চারদিকে এত অপবিত্রতা ও নোংরামি রয়েছে, কিন্তু এই দিনগুলোতে যখন একজন মুমিন কেবল আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাকে অপরিসীম প্রতিদান দান করেন। যখন আমরা এই বিষয়গুলো অনুসরণের চেষ্টা করব, তখনই আমরা এবং আমাদের পরিবার সেই প্রকৃত ঈদের আনন্দ লাভে ধন্য হব, যা ঈদের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্‌তা'লা করুন যেন আমরা রমযানে যেসব নেক আমল করার চেষ্টা করেছি, সেগুলো অব্যাহত রাখতে পারি। রমযানে যেমন তারাবিহ বা তাহাজ্জুদের জন্য মসজিদে আসছিলাম, এখন যেন ঘরে অন্তত কিছু নফল নামাযের ব্যবস্থা করি। আল্লাহ্‌ করুন, আমরা যেন বান্দার হক আদায়কারী হই এবং একে অপরের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হই। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মাঝে এই পবিত্র পরিবর্তন ক্রমাগত সৃষ্টি করতে থাকুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়ার তাহরীক জানিয়ে বলেন, আপনারা দোয়া করতে থাকুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা সকল আহ্‌মদীকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখেন। বিশ্বের অনেক জায়গায় অনেক নিরুপায় আহ্‌মদী বিনা কারণে তথাকথিত আইনের বেড়াজালে বন্দী আছেন, যেমনটা পাকিস্তানে ঘটছে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবে তারা ঈদের নামাযও পড়তে পারেন না। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সেই সুযোগ দান করুন যেন তারা প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে পারেন, নিজেদের খোদার সান্নিধ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন এবং ঈদের বাহ্যিক আনন্দও উপভোগ করতে পারেন। আল্লাহ্‌তা'লা অতি দ্রুত তাদের সকল সমস্যা দূর করে দিন।

আজকের দিনেও তারা চরম আতঙ্কের মধ্যে ঈদের নামায আদায় করেছেন; সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং স্থান পরিবর্তন করে নামায পড়তে হয়েছে। করাচি এবং অন্যান্য কিছু জায়গায় নামায পড়াতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং বিরোধী পক্ষরা মসজিদে হামলাও করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অবস্থা হলো, তারা আক্রমণকারীদের থামানোর পরিবর্তে আমাদের মসজিদগুলোতেই তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা দ্রুত এই বিরোধীদের পাকড়াও করার উপায় সৃষ্টি করুন। আমিন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) অসুস্থদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা সকল অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন। সেই সাথে যারা মানবতা, ইসলাম এবং জামা'তের জন্য আর্থিক ও সর্বপ্রকার কুরবানী করছেন, তাদের ওপর যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আমিন।

তিনি শহীদদের সন্তান, আল্লাহ্‌র পথে বন্দী, ওয়াকফে যিন্দেগী এবং সামগ্রিকভাবে উম্মতে মুসলিমার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন যাতে তারা

প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র আঁচল শক্ত করে ধরতে পারে এবং এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কবুল করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে ও প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে পারে।

খুতবা সানিয়ার শেষে হুযূর আনোয়ার বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্যকে ঈদের মোবারকবাদ জানিয়েছেন। এরপর তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, আমি আগেই বলেছিলাম পাকিস্তানের আহ্‌মদী ভাইদের জন্য নিরন্তর দোয়া করবেন। তাদের অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ। আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃত অর্থে তাদের জন্য ঈদ মোবারক করুন। তাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। বেচারা তারা নিজ নিজ ঘরে বসে আছে। দৃশ্যত হতাশা বিরাজ করছে, কিন্তু তাদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌তা'লা ইনশাআল্লাহ্ দ্রুত পরিস্থিতি পরিবর্তন করে দেবেন। (আমিন)

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবা ঈদ উল ফিতর ২০২৪'র অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Eid ul Fitr
Huzoor Anwar(at)
31 March 2025
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in